শূন্যকাল ৭

"...I know that if I were mad, after several days of confinement I should take advantage of any lapses in my madness to murder anyone, preferably a doctor, who came near me. At least this would permit me, like the violent, to be confined in solitary. Perhaps they'd leave me alone." - Andre Breton

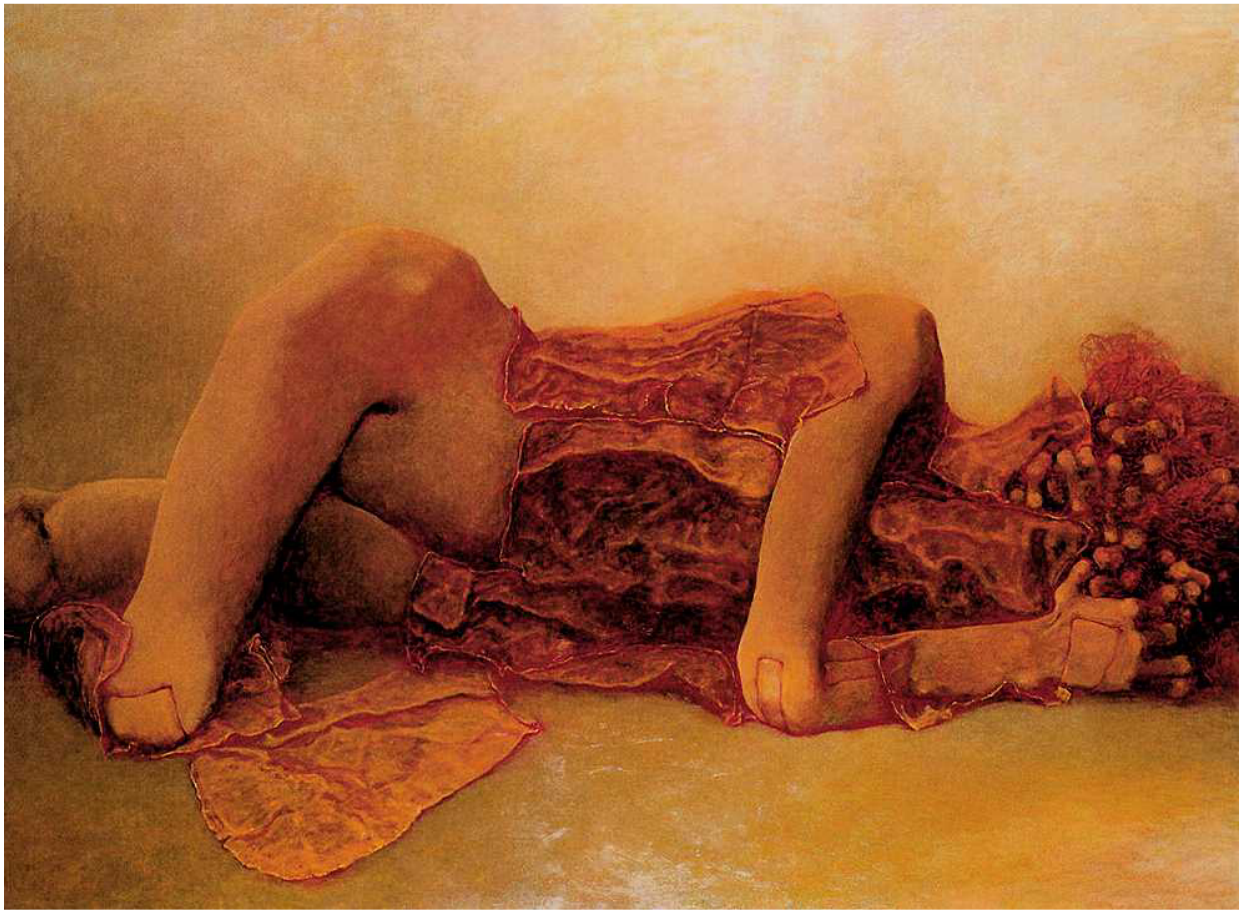

Issue: 7, 15 Aug, 2014 * Editor: Dipankar Dutta * Email: deepankar_dutta@yahoo.co.in * 9891628652 * Delhi

---

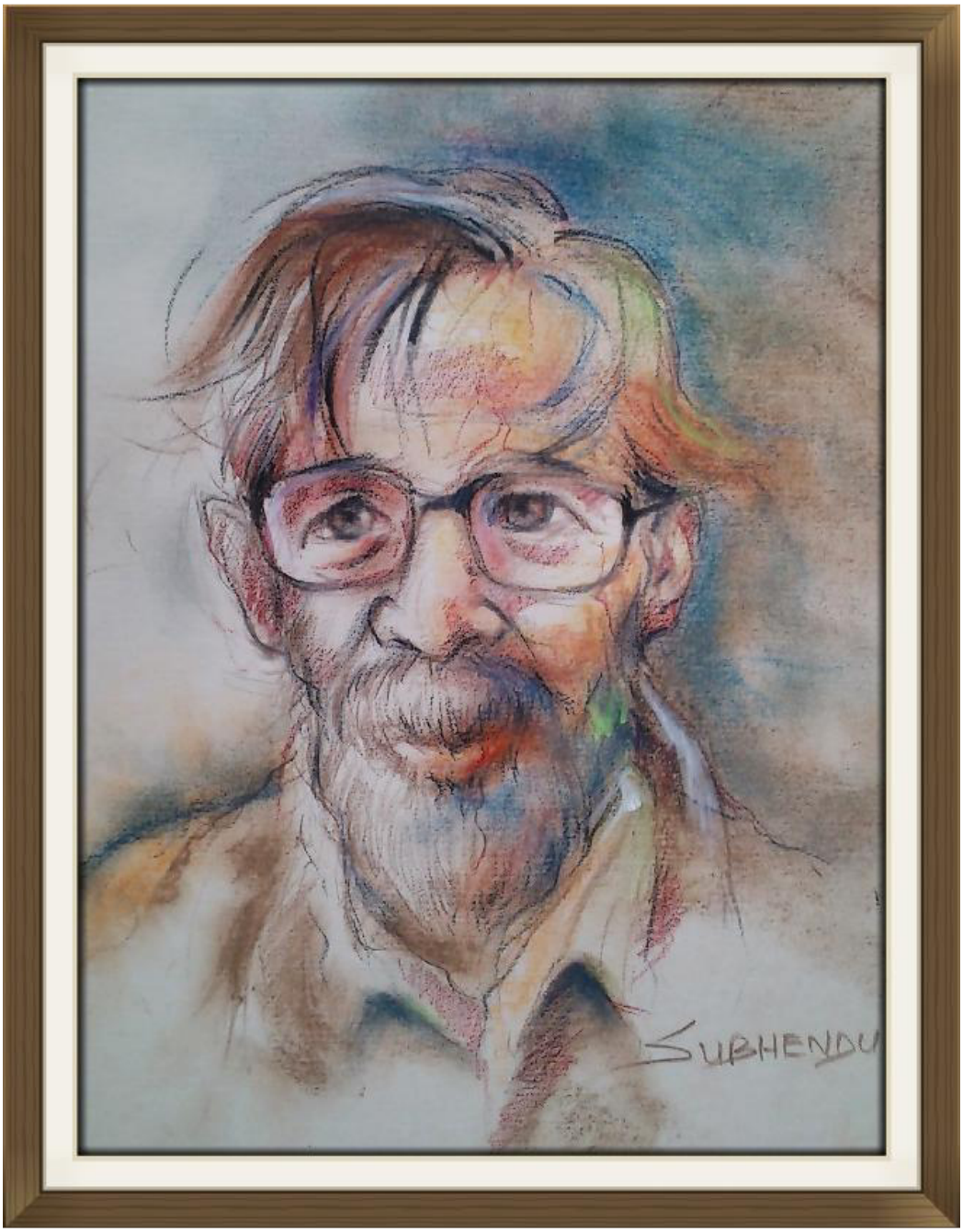

স্কেচ : শুভেন্দু দাস

"বছর বছর মাটির মধ্য হতে
সবুজ আশ্বাস হয়ে ফিরে আসব
আমার বিনাশ নেই- "

এই সংখ্যায়

কাব্যডায়েরি : জপমালা ঘোষরায়, অগ্নি রায়, দেবযানী বসু, উমাপদ কর, তানিয়া চক্রবর্তী
কবিতা : বারীন ঘোষাল, রঞ্জন মৈত্র, হাসান রোবায়েত, শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অন্তর্নির্জন দত্ত, নীলাব্জ চক্রবর্তী, অরিণ দেব,যাদব দত্ত,অনুপম মুখোপাধ্যায়, পায়েলী ধর, দেবাঞ্জন দাস, কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য, পীযূষকান্তি বিশ্বাস, দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়, ভাস্বতী গোস্বামী, অব্যয় অনিন্দ্য, নভেরা হোসেন,দীপঙ্কর দত্ত
প্রবন্ধ : রমিত দে
পাঠ- প্রতিক্রিয়া : অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী, সৌমেন বসু

October 21, 1921. All is imaginary—family, office, friends, the street, all imaginary, far away or close at hand, the woman; the truth that lies closest, however, is only this, that you are beating your head against the wall of a windowless and doorless cell.

কাব্যডায়েরি

জপমালা ঘোষরায়
অচেতন মন মাঝে তখন. . .

5/7/14 সকাল ৬.৩০ মিনিট। প্রদোষের আলো- আঁধারি

4th June থেকে 4th July পর্যন্ত পরপর আমারই দুটো পারিবারিক মৃত্যুর ঘটনায় বিধ্বস্ত ছিলাম... দ্বায়িত্বেও ছিলাম। একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছি। কোনো কোনো মৃত্যু এতো বেশি ভারি হয় যে মনে হয় চিতার আগুন নিভে গেছে কবে কিন্তু মৃতদেহটাই এখনো ওঠাতে পারছিনা। জীবন খাল করে দিয়ে খানিকটা মাটি উপড়ে আসছে। অর্থনীতি ভাঙলেই যে সবটা ভাঙে তা নয়। আরো অনেক particle থাকে ভাঙার। একটা টোটাল সিস্টেমভাঙা খোলামকুচির মধ্যে হতভম্ব বসে থাকা... ১৪ বছর ধরে রবিঠাকুর, জীবননন্দের মৃত্যুচেতনা পড়িয়ে পড়িয়ে একঘেয়েমি এসে গেছে। ফাটা রেকর্ডের মত বলে যাই শ্যাম সমান... বরণীয় প্রশান্তি... মৃত্যুঞ্জয়ী ভাবনা... প্রেম > মৃত্যু মৃত্যু >ঔপণিষদিক পূর্ণতা... গভীর মরণ লভিব চরণতলে... প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ... জীবননন্দের অন্ধকারের স্তন যোনির মধ্যে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থাকতে চাওয়ার ইচ্ছায় তিমিরবিনাশী অমিত আলোকসন্ধিৎসা ...এসব আমার আজ কিছুই মাথায় আসছেনা... বরং একটা ভুগোলের বিষয় মনে আসছে

একটা লাভাতরল প্রকাণ্ডতা থেকে খানিকটা লাভা মহাশূন্যে ছিটকে চলে গেল... কে কবে চাঁদ হবে, কে কবে প্রশান্ত মহাসাগর হবে সে সব কথা পরে... এখন তা অবান্তর... আপাতত শুধু খুবলে ওঠার যন্ত্রণা. . .

5/7/14 রাত্রি ১১.৩০ মিনিট । তুষআগুনের কোরিওগ্রাফি

দীপঙ্কর খুব মাল টেনে একদিন বলল তুষআগুনের কোরিওগ্রাফি বদলে যাচ্ছে... সাজঘর থেকে নাচথেক সব একাকার হয়ে যাচ্ছে... নাচ বললে পুরুষের কথাই মাথায় আসে। দুজন পুরাণপুরুষকে জানি –নটরাজ ও নটবর। নটরাজ এর তাণ্ডব নৃত্য সৃষ্টি হয়েছিল মৃত্যুর পটভূমিকা থেকে . . . আর নটবর – তিনি তো লীলাময় ! তাঁর নৃত্য প্রেম ও যৌনতার পটভূমিকা থেকে। মৃত্যুর মঞ্চ থেকে যে নাচ শুরু তার মধ্যেও অসম্ভব জীবনতৃষ্ণা। নাসের হোসেনকে ফোন করলাম একটা কাজে, কলারটিউন বাজছে... আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে... এই আগুন আলাদা এই আগুন এক নির্মোহ ঋদ্ধি. . .

আসলে আমি ট্রমা থেকে বেড়োতে পারছি না কিন্তু ছন্দে তো ফিরতেই হবে ! নতুন কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রছদ সব তৈরি কিন্তু কাজ এগোচ্ছেনা। মদ খেলে কি কবিতা ভাল লেখা যায় ? যৌনতায় কি যন্ত্রণা ভোলা যায় ? আমার বন্ধুরা বেশ তুরীয় আনন্দ থাকে আর এটাকেই শ্রেয় পথ ভাবে...আমিও খাই কিন্তু শ্রেয় শ্রেষ্ঠ কিছু আলাদা করে ইন্ডিকেট করতে পারছিনা। তাহলে চট করে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে ছন্দে ফিরে আসবো ? আত্মিক যৌনতা জীবন থেকে চলে গেছে ১০ বছর হল। আমি চাইনি যাক কিন্তু চলে গেছে। আসলে অভ্যাসের মধ্যে কোন আন্তরিক চাহিদা থাকে না। তাই জীবনের সব অভ্যাস রেখে দিয়েছি system রাখার জন্য। শুধু যৌন মৌনে আছে। যখন যা আছে তখন তা বেশ দাগ কেটেই আছে, যখন যা নেই, তা নেই। 'haves'- এর ঘরে আরও দু'একটা 'haves', 'have not s'- এর ঘরে আরও দু'একটা 'have not s'- এর অনায়াসেই স্থান সংকুলান হতে পারে। কিন্তু যখন কোন কোন বিষয় সাংঘাতিক ভাবে আছে এবং কোনকিছু নির্মমভাবে নেই তখন পাল্লগুলো সাজাব কি করে ? গীতার দেহখোলস তত্ত্ব বিজ্ঞানের তড়িৎবিশ্লেষণ... ক্যাথোড...অ্যানোড আলাদা করে নিচ্ছি কিছুতেই কান্নার কোন তড়িৎবিশ্লেষণ হচ্ছে না... কোন H2O উঠে আসছেনা।

6/7/14 সকাল ৮.৩০ মিনিট। তাঁতঘর লাবডুব

অবসাদ এড়াতে বর্ষাপিছল খানাখন্দে রাস্তা দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম, যে নদীর চর ধরে হেঁটে আমি জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার পেয়েছি... শিশিরের network কাব্য লিখেছি। তাঁতঘরের খটখট শব্দে জীবনিক লাবডুব শব্দ পেয়েছি... সেই রাস্তায়ই আবার হাঁটলাম... ভোর ৪ টে আমি ভোরের গন্ধকে রাতের গন্ধের থেকে আলাদা করতে পারি। নদীর ধারে নির্মীয়মাণ জলপ্রকল্পের পাম্প ঘরের লিঙ্গোচ্ছ্বাসে সিঞ্চিত বপনখেত মাতালের যৌন অভ্যাসের মত নয়... এখানে যে সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচেন নটরাজ মহাকাল... মাটির জরায়ু ভিজে যায়...ধানবতী...বেগুনবতী মাঠ... এসব বললেই রুদ্র কিংশুকের মাথায় ecofeminism ভূত চাপে। ফসল...বালিঘাটে বালিতোলা... শিবমন্দিরে পুজা...রোজকার মতো গ্রামবাসীরা আমাকে পলিথিন প্যাকেটে কিছু সব্জি দিল... আজ আমার বড় অদ্ভুত একটা নির্মোহ অনুভব হচ্ছে... মনে হচ্ছে সব কেমন ব্রহ্ম- অতলে তলিয়ে যাচ্ছে... আমি পলিব্যাগ পেতে সব্জি গ্রহণ করলাম কিন্তু মানুষের প্রেম ও আন্তরিক নিবেদন গ্রহণ করতে পারলাম না। বাঁচার জন্য প্রতিদিন যোগব্যায়াম আর ফ্রিহ্যান্ড করত নদীর ধারে সে সমর, সেই সমরই যখন আত্মহত্যা করল আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছেলাম, সমর প্রণবেশের বাল্য বন্ধু প্রণবেশকে sms করলাম. . . 'মর্গে কি হৃদয় জুড়ালো ?' আজকে এতদিন পর সকালে মনে হল মাদার গাছের ডালে এখানে ওখানে সর্বত্র সমরের লাল জ্যাকেট...জীবনের লোম ও ওম লেগে থাকা লাল জ্যাকেট. . .

6/7/14 রাত্রি ১১.৩০ মিনিট। তুষআগুনের কোরিওগ্রাফি- ২

আসলে মোহ নির্মোহ বোধ হয় নির্ভর করে সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর। দীপঙ্কর কাব্যডায়েরী লিখতে বলেছে। অতএব মিথ্যা কথা বা কল্পনার বাড়াবাড়ি কোনোটাই লেখা যাবেনা। কাব্যের ডায়েরীত্ব যেন বজায় থাকে আবার ডায়েরীরও যেন কাব্যধর্ম থাকে। ওঃ কি বিড়ম্বনা বাপু ! আপাতত একটা সম্পর্কের নাম ও প্রকৃতি নিয়ে ভাবছি। কিছুই কিনারা পাচ্ছিনা। সে বার্ধক্যের আরোপে রাখলো দায়বদ্ধ প্রৌঢ়ত্ব... শুভ্রতা বিলক্ষণ আহত হল তাতে। আমি তো বলিনি আমি biologically যুবতি, পঞ্চাশের পঞ্চমুন্ডি আসনে বসে যদি পঁচিশ কে জাগাতে পারি তাহলে তো ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই হল। সেভাবে কাউকে ভাবিনি কোনদিন। ego গেছে আগু আগু... পিছে পিছে আমি. .. সত্তরের কবি AB জানালেন কারও শরীর ভেবে ভেবে মাস্টারবেট করা যায়... কবিতাও লেখা যায়, বীর্য স্খলিত হোলেও কবিতা লেখা যায় এটা মানতে পারলাম না। কেননা কবিতা স্খলন পতন নয় কবিতা সৃজন। আহত হলাম। কিন্তু react করলাম না। আশির কবি AB- ও একই দিনে একই কথা বললেন শুধু সংযোজন করলেন একটা চাঁদ... করার সময় চাঁদ দেখে ফেলল... কথাটা কি জানাজানি হবে ? নাচের আগে নটরাজ + নটবর AB মেয়েদের গ্রীনরুমে এসে বুকের লোম রিমুভার দিয়ে তুলে দিতে বলল। বলল- 'আমারটা ফুরিয়ে গেছে. . . ' এই সব AB- কে ? অতনু বাগচি ? অমিতাভ বচ্চন ? আংব্যাং ? অমৃত বাণী ? ওসব উহ্য থাক কিন্তু প্রকাশের অদম্য তীব্রতা ও সততাকে ঘৃণা করতে পারলাম না, প্রশ্রয় দেওয়ার সাহসে কুলায়নি কোনদিন, তবে আশ্রয় দিয়েছি। ভীষণ অসহায় আত্মজিজ্ঞাসায় আছি আগুনে ছাই চাপা দেওয়া আর যৌনতায় মাতৃত্ব চাপা দেওয়া কি এক ? আমাকে আজ মনে হচ্ছে অ্যালজোলাম খেয়ে ঘুমাতে হবে।

7/7/14 মধ্যরাত্রি। স্বপ্নে আমার মনে হল. . .

স্বপ্নে আমার মনে হল... ট্রমা তাড়ানোর তাগিদে স্বেচ্ছা কোমায় যাচ্ছি... magic realism ? মদিরায়ন ??

আমাকে তর্জনী সংকেত করবেন না প্লিজ ! তোলা তর্জনী আমাকে কোন দিল্লী দেখায় না।

আলো জ্বাললাম যখন, কিছুই আর মনে পড়লনা... হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকার... অনেক বাচ্ছা একসঙ্গে কেঁদে উঠল... সবার ডিসলেক্সিয়া... সবাই বৈজ্ঞানিক হবে... উড়ে যাচ্ছে ওই সাদা প্যাঁচাটাও... অনেক উল্টানো অক্ষর... আমি কি তাহলে ভুল বানান লিখলাম... ভুল নাম্বার ডায়াল করলাম ? একদিন সঠিক নাম্বারকে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে 'আপনি একটি ভুল নাম্বার ডায়াল করেছেন. . . ' FB- এর সব ছবি তাহলে ডিলিট হয়ে গেল কেন ?

আমার সঙ্গে ঝগড়া করিসনা। যার কোন ছবি ছিলনা তার ঠিকানাটা তো স্পষ্ট ছিল। মৃত মানুষ ঝুলন্ত হলে একরকম। জীবিত মানুষ ঝুলন্ত হলে আর একরকম। আমি কাউকে কোন মেসেজ পাঠাইনি তবুও সারারাত ভাঙ্গাচোড়া ধাতুপাত দিয়ে abstract art বানালো তাপস... তার আগুন ছিটকে এল বিছানা পর্যন্ত। তাপসের সঙ্গে একটা বই- এর প্রচ্ছদ নিয়ে খুব ঝগড়া হল ফোনে। খুব মাথা ব্যথা করছে... একটা গাছের গুড়ির expanding cycle আমার মাথাটাকে এখন কেমন যেন ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে ঘোরাচ্ছে... নেভিব্লু অন্ধকারে একটা প্রদীপের পাশে ধূপশিখা একটা অদ্ভুত নারীমূর্তি নির্মাণ করে মিলিয়ে যাচ্ছে... মূর্তিটা আমার মতই দেখতে। স্বপ্নে আমার মনে হল... মদিরায়নে. . .

8/7/14 মধ্যরাত্রি। এবার অবগুণ্ঠন খোলো. . .

আজকেও জ্বর কমেনি, স্বপ্নে আমার মনে হল... মদিরায়নে... এত করে ছন্দ নির্মাণ শেখালাম তবু প্রশ্নপত্রে ৩ নম্বরের ছন্দ নির্মাণ ভুল করে এল সঙ্গীতা 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি. . . ' রুম্পা মিঠিরা

ঘাড় উঁচু করে ‘দ্রুতলয় ! দ্রুতলয় ! ’ বলে চিৎকার করল। ও শুনতেই পেলো না। রুদ্র কিংশুক আমাকে বলেছিল ও অবসাদে আছে। অবসেসন- এ ? অবস্ট্রাকশনে ? তাহলে সম্পাদকমণ্ডলী কার মেধায় ডাইলেসিস করছেন ? গতকাল থেকে ইকোস্প্রিন খেতে ভুলে গেছি। তাহলে কি আজ রক্ত জমাট বাঁধবে ? শিরার অসুখের ভিতর কি দুঃখ তঞ্চিত হয় ? সকাল হলে কি মাথাব্যাথা কমে যাবে আমার ? কে যেন ক্লান্ত ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে রাখল আমারই পূর্ব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের বীজগণিত ফর্মুলা দেওয়াল+অ্যাপ্রন = অবগুন্ঠন।

9/7/14 সন্ধে 7.৩০ মিনিট - ১০.৩০। সুপ্রিম জিরো

আজ শুনাপন...শুন্যবাদ... জিরোইজম... সুপার জিরো থেকে সুপ্রিম জিরো... শূন্যে পূর্ণ হয়ে আছে সব... উপনিষদ বললেন - পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে... পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্য তে ... ঠাকুর পরমহংস বললেন বিয়োগ বলে কিছু হয় না। যাকে এখানে বাদ দেব তা আর একজায়গায় গিয়ে যোগ হবে। জীবাত্মা খোলস ছেড়ে পরমাত্মায় ঢুকে যাচ্ছে...জীবাত্মা গোল...পরমাত্মা শূন্যের ভিতর শূন্য... রাধা গোল কৃষ্ণ গোল... কৃষ্ণ রাধার ভিতর প্রবেশ করছেন... মাছের পটকার ভিতর শূন্য... এই শূন্য মাছকে ভেসে ডুবে বাঁচতে শেখাচ্ছে...বাঁশির ছিদ্রের মধ্যে কিছুটা ফুঁ দিয়ে শূন্য পুরে দিলে সুর মূর্চ্ছনা হয়ে উঠছে...বাউল বলেছেন ‘‘বেঁধেছি এমন ঘর শূন্যের ওপর ... ধন্য ধন্য বলি তারে’’... দুইদিন পরই বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪। গোলেমালে পীরিত করে চলেছে আপামর ফুটবল প্রেমী... সেখানেও গোল... গোল ফুটবল ভিতর ফাঁপা... শূন্য... ঢুকে যাচ্ছে গোলের মধ্যে...আপনি যতই ‘কিপ’ করুন গোল হবার হলে হবেই। গ্যাস বেলুনের ভিতর কিছুতা হাইড্রজেনিক শূন্যতা ভরে শূন্যে ছেড়ে দিচ্ছি...আমার ছেলে, আমার না- বিয়ানো কানাই- সায়ন- সব সংখ্যার আগে শূন্য শিখল। শূন্য পরে বসলে সংখ্যার ভার বৃদ্ধি করে...আগে বসে ভার লাঘব করে...স্মৃতি মানে শূন্য ? স্মৃতি ভারাক্রান্ত হওয়া মানে শূন্য হওয়া ? সায়ন আর আমার ২০ বছরের মেয়ে শ্রীতমা এখন চার রকমের চারটে বেলুন মানে শূন্য নিয়ে খেলছে। ২০ মানে ২- এ শূন্য কুড়ি। কিন্তু শূন্য ওর চেতনা চৈতন্যকে ভারী করেনি। ও ভাই এর সঙ্গে খেলছে... চারটে বেলুনই কি এক সঙ্গে ফেটে যাবে ? হার্টবেলুন- মানে হৃদয় ফাটবে ? বলবেলুন- মানে পৃথিবী ফাটবে ? গ্যাসবেলুন মানে হাইড্রজেনিক প্রতিশ্রুতিভরা স্বপ্ন আশা সব ফাটবে ?... সর্ষেবেলুন মানে- ভূতগ্রস্থ অন্তরাত্মা ফেটে গিয়ে সর্ষেরা ছরিয়ে পড়বে ? সর্ষে থেকে আবার মহাশূন্য তৈরি হবে ? বিগব্যাং থিওরি ? মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে গেল এটাও যেমন সত্যি তেমনি সেই মানুষটা আর থাকল না সেটাও সমান সত্যি। Confused... Totaly Confused... গ্যাসবেলুনটা অনেকটা উড়ে উড়ে প্রতিশ্রুতি আর স্বপ্ন নিয়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার- এ গিয়েই ফেটে গেল... দু ম্ ম্ ম্ . . . . . .

অগ্নি রায়
প্রলাপ নামচা ২

১৫ জুলাই
এখনও পর্যন্ত বুক ঠুকে বলার মতো কিছু ঘটেনি। আলু পটলের মিশকালো ডালনা ছাড়া। মাঝে একটা দুটো আলট্রা মাইল্ড সিগেরেট। ঘর এবং সম্পর্কের ভিতর অক্সিজেন জল- অচল হয়ে আছে। ভিতরের ঘুমে আলুথালু আত্মারাম। একটু প্রবাহ, ঘড়ির আওয়াজ, পিঁপড়ের সারিবদ্ধ বৃষ্টি- সন্ধান, ফড়িংডানার গিগাবাইট আরো মন্থর করে দিল মাঝমাঠের খেলা। ভাষাকে পেনাল্টি বক্স পর্যন্ত টানা যাচ্ছে না ! তার আগেই চার্জ ফুরিয়ে যাওয়া সেন্টার ফরওয়ার্ড ম্লান মুখে জুলজুল ও ভরসাকাতর চেয়ে থাকলো হাতের রিমোট- এর দিকে

১৭ জুলাই
ছুটির সকাল ডেন্টিস্ট- এর এর চেম্বার- এর মতন। বিজ্ঞাপনী দাঁতের চেয়েও সাদা নার্স- বালিকার এপ্রন। মুখের কাছে নেমে আসা ডাইনো- ঘাড়ের যন্ত্র, পিকদানি, তুলো। গত বর্ষার পাপে নষ্ট যাওয়া নার্ভ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চারিয়ে গিয়েছে রাষ্ট্রনীতির গম্ভীর মাড়িতে, এমনই এন্তেকাল যে পাশের গলির হাওয়া এলেও শির শির করে। প্রেসক্রিপশন ক্রমশ জটিল ও দানা দানা হয়ে ওঠে। ফরমালিন পুকুর থেকে দস্তানা জেগে, যেন জলের উপর কচ্ছপের পিঠ। ঘন করা হয় ক্যালসিয়াম পেস্ট - - - সবই শূন্যতা বুজিয়ে ব্যথা মারার কারুকুজন। ভোরে উঠে দাঁত মাজার অভ্যাসে আসতে মানুষের যে কত লক্ষ্ বছর লেগে গেল

২০ জুলাই
চৌরাস্তার রাতে দাড়ালেই খোঁপায় ফুল গোঁজা বৃহন্নলার কাতরানি ঝাপট মারে কাঁচে। গ্লো সাইন এর লাল আভা এসে তাদের মুখকে আরো মীনাকুমারী করে দিল ! বেলফুল বিনিময়ে কিলোমিটার উজিয়ে ওরা পৌঁছে দেবে নীল্ জন্নতে। ওদের জবরজং শুর্মায় বদলে বদলে যাবে গাড়ির নম্বর। জামানাতটুকু বাঁচাতে লড়ে যাচ্ছে বেচারা সিগনালের লাল হলুদ সবুজে

২৫ জুলাই
রাতে সদ্যমৃত বন্ধু। সেই উবু হয়ে বসার ভঙ্গিমা যাতে ঘর পুড়ে যাওয়ার মুদ্রা সাঁটা আছে। তফাত শুধু এইটাই যে কাঁধের দু পাশে দুটি ডানা বেড়িয়েছে। উড়ে যাবার আগে জয়েন্ট- এর কাউন্টার চাইছিল ও

দেবযানী বসু
ইনফ্লুয়েঞ্জার কুঞ্জবিহার

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ **সময় – রাত – ৯**

দীর্ঘ হাওয়ায় গড়ে ওঠে সমুদ্র সাপ, তার মুখ, তার মাথা, তার লেজ...বেদনার শিস দেয় ...জংশনের গুমোট বাতাসে কামিনী ও পেয়ারা গাছ হিসেবের বড়ি আর কড়ি নিয়ে ঝালাপালা... ধুলো ওড়ে ... ঘোষণার ধোঁয়ায় ডুবে যায় সন্ধ্যা তারার অযৌন ঝরে পড়া ... আঠারোর আমিকে এক ঝলক দেখি... কবিতার আন্তর কলেজ প্রতিযোগিতা ... ডাবল ডেকার মাথায় নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট যাবো ... ট্রেনের জানলায় আমার মুখটা কেউ স্কেচ করছে ... কলমের ঝড়... গায়ের উপর পোকা ও পিঁপড়ে ঝরে ... পোকা ধমনীতে নিসর্গের আস্বাদ পেয়েছে. . .

আমাকে রিক্সায় তুলছে স্কেচওয়ালা . . . শুয়ে থেকে আকাশকে স্পর্শ করা যায় বেশি । আমার স্পন্দন কুক্ষিরেখায় ... তাই বুঝে হাহাহাসি আকাশের ...খুব বিশ্বাস দেয় স্ত্রী জোনাকির প্রভা . . . বিশ্বাস কারো পদবী হলে অবিশ্বাস কি পদবী হতে পারে না ? এই পালঙ্কটির অন্তত ছটি পা । অন্তত তিনটি পায়ের পাতায় স্ত্রী চিহ্ন লুকানো আছে । লাই ডিটেক্টরের কাঁদো কাঁদো মুখ।

হাতের কাছে দিন নেই রাত নেই ... হাতের অনুভবে বিছানা... ড্রিপের নম্র তুষারকণা ... জামা নেই ... ব্রা নেই ... প্যান্টি নেই ... আমার অসহায়তাও উলঙ্গ ... কাকেই বা বলি ... বসুধৈব শত্রু কুটকুটম ... জামাই ও কাঁঠাল দুটোই পাকানো শেষ ... ফিফার চাঁদ হোম ডেলিভারি হবার আশায় গেরস্থরা . . .

তবে যা হল ... কোলকাতার পোষা বোলতার হুল... টের পেলাম কুঞ্জবিহারে গিয়ে গাছপালা ও ছেলেপিলেদের প্রেম
... বিদ্রোহ ... দুগগা নাম জপতে জপতে যতটা চুমু খাওয়া যায় ... রসিক বৃক্ষদের উপর এক পশলা কলহ ঝরতে থাকে... নিষেধ বুকে হাজার আপেল উল্কার গতিতে নেমে আসছে মাটিতে । চুম্বনকে বেসুরো মিউজিক্যাল চেয়ার খেলতে বাধ্য করছে বোলতার হুল ... আমি চেষ্টা করেও ঝগড়া থামাতে পারিনি ... পালিয়ে এলাম ।

১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ **রাত – ১২**

হাতের কাছে রাত নেই, দিন নেই। বুঝতে পারছি চিঁচিঁ শব্দটা কোত্থেকে আসছে। রক্তের চিঁচিঁ ডাক জলে নামার পোশাকের দিকে ... সেলুলয়েড জল কাঁচের বাতায়ন স্পর্শ করে মাত্র... শ্বাসনালী জানে পঁচিশ শতাংশ খরা খেয়ে চারিদিকে সরু সুতোর আকারে জল ছোটাছুটি করছে। কাছাকাছি কোথাও মেয়েদের দ্বন্দ্ববিধুর... মেয়েদের
গালাগালি গায়ে মাখছে না দরজার পায়ের তলা ... স্ল্যাং ল্যাং খাচ্ছে ...ড্রিবল করছে

দিন কেমন কাটল নিজেই জানি না ... আমি উল্টে গিয়েছি... মাথা নিচের দিকে... বাদুড়মাথা... একজোড়া জমজ ডাক্তার জরাসন্ধী লিঙ্গ ঘোরাচ্ছে গিটারের পিঠে ... কাঁদছি ... এ জন্মটা গিটারখেকো স্বরলিপি এসে খেয়ে নিল ।

দরজা টেলিফোন হল আজ ... আর আমি বলছি যা আআ ই ... দরজার ওপারে যে তাকে পেট্রোলে স্নান করাচ্ছে

ঘরোয়া গ্যাসবেলুনের দল। আর আমার পেটের বাঁ দিক ফুলে উঠছে ... জানি না সন্তানের মাথা এভাবে কখোন বেরোতে চেয়েছিল ... ডাক্তারের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ডন অফ দ শেয়ার ... ঘুসি মারছে বালির বস্তার বদলে ফোলাপেটে . . .

জানলার শিক নেই ... মানুষের হাড়... জানলার বাইরে সেই নজরুলগীতি পাঞ্জাবি... আমাকে বেগম আখতার ডাকত ... এখন তার বড্ড সরু নখ ... কুকুরের ভয়ে সারাক্ষণ কঞ্চি হাতে. . . থার্মোমিটার ঠোঁটে নিয়ে কালো ও সাদা কাকেরা উড়ছে ... আসা যাওয়ার জ্বরের ধারে... কারো বুকের উপর বেঁকে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছি ... নিয়ম মেনে বেরিয়ে আসছে তলপেটে লুকানো বিষমদ

কোথাও বৃষ্টি পড়ছে আমাকে না জানিয়ে ... আসলে এখন তো আর খাঁটি কালবৈশাখী বলে কিছু নেই, স্মৃতি ঝলসাচ্ছে ঝলসানো মাছ . . .

<u>২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১</u> **<u>রাত – ১০</u>**

কোথাও বৃষ্টি পড়ছে আমাকে না জানিয়ে। বীর্যরসে ভিজে প্রচুর বাদাম আর ছোলার কল বেরিয়েছে... প্রিয় ও মৃত মানুষের
স্বপ্ন বিশ্বাস ভাঁজ করে রাখে । শর্টস পরা লন্ডন কলিং রিক্সাওয়ালা আজ মিঠুন চক্রবর্তী ... পিছন থেকে যুবতী ভেবে ছুঁড়ে
দেয় কথা হয়েছিল, দেখা হল না ... পায়ের পাতা ডুবেছে ভেবে সাবধানে হাঁটি শুখো রাস্তায়।

মস্তিষ্কের যৌনতা পাউডারের কৌটো খালি করে পালিয়েছে । পাউডারের লোকগীতি ... এফএমের সাক্ষাৎকার ... একটিও
সুস্থ কালোজাম হাতে মেহেন্দি পরালো না । বুক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সাবওয়ের অতিরিক্ত হাওয়া । সারাদিন টানেলে ফুঁ
দেওয়া কেউ থামাতে পারে নি ।

অভি হতে জাত সাতটি দিনের কাউকে চিনতে পারি না। স্বপ্নের তুমুল কাম ডাব গাছের পানমুচকি ভাঙে... কে যেন
চন্দ্রমল্লিকা খোপা উপহার দিয়েছে ...বিছানার তলায় নদী রেখা ফেলছে... যাবতীয় নিগেটিভ প্লেটের ওপারে মৃত্যুর মজবুতি
দম। এই তো শুয়ে আছি গঙ্গার শুশুক ... একটু বালি পেলে মশলা... একটু সুরকি থেকে হলুদ ... লুচিপাতায় না – সেলাইয়ের সন্তানঘর... ভাজা ইলিশ গেয়ে ওঠে ঝিকো ঝিকো কড়ি... প্যারাসাইটদের ফিল্মে দেখাচ্ছে কাটা মুরগির লাল
সাবান জালির হৃৎপিণ্ড ... তিরিশ সেকেন্ডের অট্টহাসি ... যার থেকে গা পিছলানো ঝগড়ার শুরু

সৈকতের শ্লথনকাল খুব কম । পাচ্ছি শুঁটকিমাছের স্যান্ডউইচ ভেবে টোস্ট আর ফল ... জামার শাখা উপশাখা আলগা ঝুলে
আছে ... চাপাচাপিতে খুলে যাবে । শরীরের কোনো অসুবিধামূলক কোণ আছে কিনা রোগা মেয়েদের বন্ধু জামা তা জানে।
অ্যারাবেস্ক মোটিফের আহ্লাদ ... নারীর সুজাতা হাতে সাজানো ল্যাবরেটরি ... চিকেনকারি ... একলা

ফানেল. . .

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ **রাত – ১০**

সৈকতের শ্লথনকাল খুব কম । প্যান্টি আর শর্টস পরে খুব ডিগবাজি । দ্রুত স্লট গুছিয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে হবে । ঘিলু ঝাঁ ঝাঁ করছে । সারাটা গরমকাল ধরে দফায় দফায় ডিম পাড়া আর ওমে সেদ্ধ ডিমের শাবক ছাড়া। জ্যাক এন্ড জিলের ডাভকট আমার ঝুলবারান্দায় । কয়েকটি যুযুধান বৃত্ত আলো... মঞ্চের বাইপোলার সিনড্রোম ... ফাঁকা কারখানা আর ভাঙা পাঁচিলে ধর্ষণের পূর্বাভাস... কোন দূর বনের পাখির পিস্তলের স্তনন . . . টায়ারের তলপেট ফুঁড়ে মাটির চাঁদ আকাশে উড়ে যায়... নৌকোয় কুচো চিংড়ির আকারে মাঝিরা গুটিয়ে. . . 'ও মাঝি মেরে সজন' ... কবিকণ্ঠে স্বীয় কবিতা বাজছে পাড়ার মেলায়। যৌনসম্পর্ক হীনতায় জারুল পারুলরা ফলস হাসি দিচ্ছে ... আমার প্রেমিক মঞ্চকানা... দেখি কলিংবেল টিপে সে ঢুকে পড়েছে...মিএঞা পরবাসে, she– পিয়া স্বল্পবাসে ... সরবত ও চোখের জলে গ্লাস ভরে উঠছে ... অচানক অশোকস্তম্ভ... ঘুরছে পায়ের তলার টেকটনিক... বিপদ এড়াতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সখিদরজা এলো ... কুমারীবেলার চকমিলানো বাড়ির সিঁড়ি এলো ... পাতালঘরে পাতা এল ও সি পার করালাম তোমাকে ... এক প্রেমিকের ব্যাঙ্কনির সিঁড়ি বেয়ে অপর প্রেমিক
নেমে যায় ... বাঁচাও ক্রিস্টোফার নোল্যান ... আরও প্রাণময় সিঁড়ি কম্পোজ কর ... আমার তুমিচেতনার মেনোপজ
হচ্ছে না ... কোনও স্টেথোর হৃদয় চেনার . . .

২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ **রাত – ১১**

জ্যাক এন্ড জিলের ডাভকট আমার ব্যাঙ্কনিতে । আই পি এল ও ফিফার বাফার সময় এই কুঞ্জবিহার... এখানে পাহারাদার ও চুম্বনপরীক্ষা... রেলপথ লালন টু রবসন... আজকাল পাখি উড়লে ভাবি চিতা ... কবিতাওলা. . . হলুদ ফুটকির একটা মথ ধরে এনে খেল মৌপিয়া পাখি... ওর বউ ভালো স্নেকডান্স করে । সাগরবেলায় মৃত পাখির ময়না তদন্তের উৎসব ... একবার মরলেই আরও পাঁচ বার বাঁচবার অভিনয় করতে হবে । জ্বর ধরে সমুদ্র পর্যন্ত যাবো ... জ্বরের জেটল্যাগ... আমি যা ভাবছি তাই স্ক্রিনশট করছে সরু গলার ফুলদানি

আজ অ্যান্টিবায়োটিক শেষ । আমার স্পর্শকাতরতার দিনে হোমিও চিকিৎসা ছিল স্পর্শকাতর ... আজ মনে হল জরায়ুমুখ যত কঠিন হয়েছে মনটা ততটা নয় । নাভির বিকল্প সে ...। গঙ্গায় ভাসাতে হবে. . .

বিছানার চাদর পাল্টে দিল খুশি, ও খুশিগঞ্জে থাকে । ওখানে এখনও বর্ষামঙ্গল বৃষ্টি ঝরে । নচিকেতা বলেছিল এক মহা ঝড়ের পর পৃথিবী আবার শান্ত হবে । মোদী জেতার পর কেউ কেউ সেটা টের পেয়েছে । মিঃ সাহা খাওয়াবেন বলেছিলেন । নেকড়ের জিভের উপর শুয়ে অগুন্তি বছর ঘুমোলাম। সমুদ্র লেলিয়ে দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে । 'আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি' – কথা জি পি মজুমদার । মাসের শেষের টাকা ভেবে উভলিঙ্গ কবিতার কাছে গাছের ডালে কিছু পাতা দাও পাতা দাও বলে গলা ধরে গেল । পর্ণমোচীদের কৃপণতা. . .
যাদবপুরে গাছের ডালে একটা এফ এম সেন্টর ব্রোঞ্জ কুয়াশা মাখছে ... হয়তো চাইবে বায়োডেটা আর বায়ো নিঝঝুম... কবিতা মেনে দুর্গার চিবুকে একটা তিল বসাবে কোনো পালেদের ছেলে . . . . . .

উমাপদ কর
নি- নামচা

১৪\ ০৬\ ২০১৪

রুখা দেয়াল আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে... চলছি, সামনে সেও হাঁটা শুরু। কী গেঁরো কী গেঁরো ! বাইরে আমার বয়সী এক বটগাছ আমারই মত বিমর্ষ বসে... অথচ ওর ডালে ডালে পাতায় পাতায় নানা রঙীন উড়নি... এত হাসির খোরাক, তবু কেন... তবু কেন হাসে না ওরই পাতার রঙে পাখি। একটা দেয়াল বুঝি ঝুরি ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে. . .

ভেবেছিলাম বটগাছটার সঙ্গে দিল বদল করে কদিন একটু হলেও অন্যরকম হব। মানে এই লিভারের দোষ কাটাব. . . ক'দিন ওষুধ ছোঁব না... সবাইকে প্রানপন আপন করে নেব... কসাইকে বলব 'হনন নয় দোস্ত, চল শাক- পাতা খাই'... দেয়ালটাকে গুঁড়িয়ে দিই শক্ত হাতে. . .

আমার শরীরে অদৃশ্য অজস্র ঝুরি... আত্মা বদলে কোনো লাভ হবে কি না বুঝতে না বুঝতেই পাখিগুলো সব উড়ে গেল... তাদের সঙ্গেও কোনো কথা হল না... শুধু কথা বলতে না পারার কলকলে এবার বটগাছটাও তার শরীর থেকে ফেলে দেবে রঙীন দোপাট্টা... আমার সামনের দেয়াল প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলে উঠবে... খুলে দেবে একটা অন্তত ঘুলঘুলি... পাখি ও আকাশ কিছুটা একলপ্তে. . . ।

১৫\ ০৬\ ২০১৪

ভোরের আজান শুনতে পাই... রাতের ঘুম তার আগেই কাহিনী... বিছানা দুরমুশ বুকে পিঠে... কখন যেন কাকের উড়ে যাওয়া কার্নিশ থেকে... আমি ঝুলে আছি এক দৈত্যের হাত ধরে... যে আমার মধ্যে এক ফাঁপা মোমবাতি ধরিয়ে দিয়েছিল... আমি যে পুড়ছিলাম, তবু কেন এত শীত, কেন স্মিত মুখ, কেন একটা জেগে ওঠার জন্য কষ্টটাকে নিমিত্ত মনে হয়. . .

বাগানে আজ ফুসলিয়ে উঠছে রাগ... ফুলেরা ফুটতে ভুল করছে বারবার... আমি গুমখুন হতে পারি... কেউ যে কোথাও নেই... আমার চোখে এসে বসতে পারে কার্নিশ পালানো কাকটা... আঃ কী আরাম... কিন্তু সেও কি সম্ভব? সারা ভোর যে চোখে ঘুম ছিল না আমি তাকে পাখির খুবলে খাওয়ায় লাগিয়ে দিলে কী ই বা আসে যায়... চোখের কোটরে জল জমে থাকুক সারাদিন. . .

১৭\ ০৬\ ২০১৪

ঠিক এখন আমার কী ভালো লাগছে আর কী ভালো লাগছে না তার একটা তালিকা তৈরী করলে এমন দাঁড়ায়— ভালো লাগছে বা লাগবে

১> সমস্ত পায়রা একসঙ্গে উড়ে গেলে শব্দ
২> কাগজের নৌকোগুলোর গায়ে রঙীন পাল আর এক ছোটকু মাঝির শুধুই দাঁড় টেনে যাওয়া

৩> বাতাসের আগে যাওয়া মনে একটু ফুরফুরে বসে থাকা আর বসে থাকার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে দেওয়া তোমার হাত কিংবা হাতের ওজর- আপত্তি, কিন্তু সামান্যই
৪> শঙ্খে ফুঁ দেওয়ার আগে একবার তোমার গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে নেওয়া আর আনত চোখে এক পলক আমায় দেখে নেওয়া, তারপর শুধুই ধ্বনিময় কাঁপুনি লাগা ঘোর, আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসা, সময়টা যদিও সন্ধে ছিল না ভালো লাগছে না বা লাগবে না
১> মখমল নরমে পা ডুবে যাওয়া। মাথা ডুবে যাওয়া বালিশে
২> টপাটপ ঘুমের ট্যাবলেট অথচ ঘুম ঝুলে থাকা চোয়ালে, সিগারেট নিভে নিভে আসা
৩> সুখ সুখ ভাবের টয়লেট অথচ জল নেই সাওয়ারে, চোখের কোটরে কালি মুছবার সামান্য প্রসাধনও ভাবের ঘোরে লুকিয়ে
৪> ভবি- কে ভুলিয়ে ভুলিয়ে কিছুতেই নেওয়া যাচ্ছে না সড়ক জল আর বায়ুপথে

১৯\ ০৬\ ২০১৪

সাদা কাগজের সামনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে আমার ধড়াস- গুলোর গ্রাফ এঁকে রেখেছিল। আমি নিজেকে কিছুটা হলেও চিনতে পারলাম... খোজা বনে থাকা দিনটা হারেমে যেতে কেন যে এত ভয় ক্যারি করে, কেন যে আবার অধৈর্যে এত বাঁধনহারা সেকথা জানে বুলবুলি... তার রহস্য পিটপিটে চোখ আমায় আশ্বস্ত করবে ভেবে আমি দিনের মাথায় লাট্টু ঘুরিয়ে দিলাম. . . ।

কাগজের পাশে ছিল কলমদানি... তার আকর্ষণ নেহাৎ কম ছিল না। জাগিয়ে রাখার ভনিতা অনেক সাজিয়েছিল... কিন্তু জেগে থাকার ভনিতা করে আমিও চোখ থেকে বার করে দিয়েছিলাম প্রচুর ক্ষার। দিনের মাথার লাট্টুটা কখন যে আমার মাথায় ভর করল তা জানে চাতক। ‘জল দাও জল দাও’, আসলে সে এসিড চাইছিল যাতে প্রশমিত হতে পারি. . . ।

প্রশমিত হতে হতে গান ধরি বুলবুলির গলায়... প্রশান্ত সাদা কাগজের ওপরে চাতক হা বারি... আমার শুকনো গলায় বুলবুলিরও গলা ধরে আসে. . . ।

২০\ ০৬\ ২০১৪

ফাঁকা মাথা এত ভার বোধ হয় কেন বোঝে না আজকের এই বিশ ছয় দুহাজার চোদ্দ। সমস্যাটা কিছু দিনের আজ যাকে আপন করে পেলাম। আজ যাকে চিহ্নিত করলাম।

উনিশ তারিখ যা ছিল সাদা কাগজ, আজ তাই হয়েছে মাথা। সাদা গুঁরো নিয়ে পিঁপড়েরা সব ছুটছে। ওরা আমার নাক দিয়ে কান দিয়ে মুখ দিয়ে মাথায় ঢুকতে থাকবে... হাজারো কিলবিলের মধ্যে আমি অসার পড়ে থাকব. . . তোমরা বলবে মাথা বলে কি কিছু নেই মানুষটার !

কিছুই ভাবতে পারছি না গোছিয় চিন্তা টেক্কা দিচ্ছে কিছুই মনে রাখতে পারছি না বিলাস কে... দুই- এর পরিপূরকতায় ফাঁকা থেকে যাচ্ছে অতল পর্যন্ত আর আমি হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বেলেও ভেতরের অন্ধকার কিছুতেই নিকেশ করতে পারছি না। মাথা ভার হচ্ছে বুঝতে পায়ের টলমলায়ন এক আশ্চর্য রেসিপি... ডুবে ভাসছে সাধের মাথা. . . ।

২১\ ০৬\ ২০১৪

চোখ বন্ধ হয়ে আসার আগে বিন্দু হয়ে আসে প্রতীক্ষা। আমি যে কার জন্য আজ ফাঁদ পেতেছি ! কার জন্য জলা-জংলা সাফ করে মেলেছি সুজনি... ফিঁকে আলো জোরালো করার এত কারবার আমি রেখেছি শুধু তো এই ভেবে যে পায়ের স্পন্দন ধরা পড়বে বুকের ওঠা- নামায়... কাতর চোখের মণি. . . ।

সাবাস বলেছি নিজেকে। নিজেকে পায়রার সঙ্গে উড়িয়েছি। ডানায় আলো প্রতিফলিত করেছি যেন আগন্তুক দিশা পায় মন্‌জিল... যেন চোরাকুঠুরির চুরিটুকু মেলে ধরে তার মুন্সিয়ানা... সেই থেকে আমি ফাঁদের দিকে অপলক... এসো এসো. . .

জানান না দিয়েই বুঝি সে আসে... শুকনো পাতা নড়ে না যেমন শব্দও তোলে না... জলে ঢেউ ওঠে না যেমন ছলাৎও নেই... ঝোপ নড়ে না যেমন সবুজেরও কোনো রকমফের নেই... ঝুরো বরফ সমান ভাবে ঠিকরে দিচ্ছে স্বচ্ছ আলো. . .

হয়ত সে আসে প্রতীক্ষা বিন্দু হয়ে এলে... ফাঁদটা যে পেতেছি বুকের ঠিক মাঝখানটাতে... তরঙ্গে তরঙ্গে মিল হতে চোখ বন্ধ হয়ে আসে. . . ।

২৩/ ০৬/ ২০১৪

আজ আমার নতুন চশমাটা দোকান থেকে আনার দিন। সন্ধে ছ টা। আজই আবার কফি- হাউস যাওয়ার কথা। সন্ধে ছ টা। দুটো দু- মুখো একই দিনে একই সময়ে। সবাইকে এই বিষয়টা জানানোর কোনো দরকারই ছিল না। শুধু একা একা উপভোগের বিষয় ছিল যে আমি ঠিক কী করি ?

আমি ছ টায় চশমার দোকানে। পুরোনো চশমায় আর চলছে না। সব কেমন ঝাপসা। তাই জরুরী। নিজেকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি। কফি হাউস না গিয়ে এই চশমা নিতে এসে ঠিকই করেছি। চোখ ঠিক না রাখতে পারলে কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। রঙ লাগে না কিছুতেই। তখন কফি- হাউস নিশ্চিত জোলো মনে হত।

আমি ছ টায় কফি- হাউসে। মন ভালো লাগছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে এক দুরন্ত আড্ডার ইচ্ছে জেগেছে তীব্র। তাকে দমিয়ে দেওয়া ঠিক হত না। নিজেকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি। চশমা না নিতে গিয়ে এই কফি- হাউস আসাটাই ঠিক হয়েছে। চশমা তো একদিন পরেও নেওয়া যাবে। মন ভালো না থাকলে চোখে ঝাপসাই কি আর স্পষ্টই কি। সব গোল গোল। বর্ণহীন। তখন কফি হাউস না এসে চশমা নিতে গেলে নিশ্চিত সেটা কোনো কাজের কাজ মনে হত না।

আমি আজ ছ টায় স্রেফ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম... কিন্তু ঘুম ছিল না আমাতে. . . ।

২৪/ ০৬/ ২০১৪

আজ আমার ডাক্তার দেখানোর ডেট। ইনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। সময় রাত আটটা পনের। কিন্তু সকাল থেকেই আমার তাড়া। ডাক্তার কে কী কী বলা জরুরী। শেষমেশ একটা তালিকা বানিয়ে ফেললাম। সেটা এখানে শেয়ার করলে হয়ত বন্ধুরাও কেউ কেউ বুঝে যাবে আমার অসুবিধাটা ঠিক কোথায়—

ক) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে যে ট্যাবলেট টা খাই, তার শরীরে যেন ঘন্টা মিনিট লেখা থাকে। কিছু স্বপ্ন সহযোগে ঠিক ততক্ষণই আমার ঘুম। এরপর জেগে থাকা আর দ্রুতগতির ভাবনা সার্ফ করতে থাকা। যেন কোথাও কিচ্ছু ঠিক ছিল না, নেইও।
খ) প্রায় সব সময়ই ফাঁটা বাঁশের শব্দ শুনতে পাই। আর আশ্চর্য আমার ভেতরের ফাঁটাগুলো থেকে যে শব্দ ওঠে তার সঙ্গে মাঝেমধ্যেই সমলয়ে বেজে অনুনাদ সৃষ্টি করে। মাথা সেই একটানা ঝিঁঝিঁর মত শব্দে ভারী হয়ে ওঠে। যেন জগতের ভারটা আমার ওপরেই।
গ) পাতা পোড়ানোর গন্ধ পাই। আমিও ভেতরে কাগজ পোড়াই। তারও একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুশকিল হল এই দুই গন্ধের কোনো মিলমিশ নেই। সব সময় দু- জন দু- দিকে। আমি পড়ে যাই ধন্দে। কোনটা যে কার তা আর প্রায়ই ঠাহর করতে পারিনা। অথচ মন টা ছোঁক- ছোঁক করতেই থাকে।
ঘ) রঙীন সিনেমা দেখতে দেখতে হঠাৎই সব কিছু সাদা- কালো হয়ে যায়। যন্ত্রের গাফিলতি না আমার মাথা নড়ে ওঠার দোষ কিছুতেই আইডেন্টিফাই করতে পারিনা। যখন সবেগে মাথা ঝাঁকিয়েও সাদা- কালো আর রঙীন হয়ে ওঠে না তখন সব ইনপুট বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।
ঙ) বড় আকারের ফুলগুলোর চেয়ে ছোট আকৃতির যে কোনো ফুল আমার বেশি ভাল লাগে। স্থল- পদ্মের চেয়ে অপরাজিতা, স্লো- বল চন্দ্রমল্লিকার চেয়ে বেল। উদাহরন স্বরূপ বলা। এবং ডাক্তার কে জানানো, এ বিষয়ে আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে যা আমি অবহেলা করতে পারিনা।

২৬/ ০৬/ ২০১৪

এত সকালেই ঘুম ভেঙে গেল আজ। মাথা উঠতে চাইছে না। পা নামতে দোনোমনা। জোর করতে হবে বুঝতে পারি। মাথা উঠতেই ফস করে সিগারেট ঠোঁট। পা চালিয়ে এক গ্লাস ঢকঢক। কাল রাতের তলানি তে পড়ে থাকা হুইস্কি কি চালিয়ে দেব এক রাউন্ড ? অস্থির লাগছে। কাল রাতে কি গ্লাস ভেঙে ফেলেছিলাম মদের ? মনে পড়ছে না। কোনো কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু আজকের দিনটাই একটা অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে. . . ।

চলে যাওয়া মনে পড়ছে বেশ। সবকিছু ফেলে রেখে চলে যাওয়া। কাউকে কিছুই না বলে চলে যাওয়া। আরও যতরকমভাবে চলে যাওয়া আছে, সব রকম চলে যাওয়া। টিভি টা চালিয়ে দিই, আওয়াজ হোক। ছবি থাক চোখের সামনে। ভালো লাগছে না। মনিকোঠায় কিছুই ছায়া ফেলছে না। শুধু চ্যানেল সার্ফ করে করে চলে যেতে ইচ্ছে করছে বহুদূর...। কত দূর ? যেতে পারছি কই ? শুধুই পড়ে আছি আজকের দিনটার মূল ধরে. . . ।

আমার এই তনছট করতে চাওয়া হাত- দুটোকে কোথায় রাখি ? কোন গলনলীর স্পর্শ পেয়ে নিসপিস করে ওঠে তার ক্রোধ ! সে কি নিজেরই ? আমার এই পাগলপারা পা- দুটোকে কোথায় দাঁড় করাই ! কোন পান্থপাদপের পাশে তার চলন রীতিমত কর্কশ ! আমার এই মাথার চুল উপড়ে তোলা মনটা আজ বুঝি ভেঙে ফেলবে সব শান্ত কাপ- ডিশ আর অশান্ত মদপাত্র। তবু স্থির হওয়া কাকে বলে জানবে না শরীর, তার সমস্ত কোষ উদ্বাহু জ্বলে যাবে শুধুই. . . ।

মনের ক্যানভাসে একটা ছবিই ভেসে উঠবে বারবার। প্যান করে এগিয়ে যাবে তারিয়ে তারিয়ে তোমার চলে যাওয়া... কত রকমের চলে যাওয়া... কত শূন্য করে চলে যাওয়া. . . ।

_____কাব্যডায়েরি_____

তানিয়া চক্রবর্তী
ইনফ্রারেডে নগ্ন কালী. . . ২০১৩

১০ইজুন ২০১৩

ডোবার পাশেই আলেয়া... বিপ্রতীপে বৈদ্যুতিনে খামচাচ্ছে বাচিক বিপ্রজন...আজ আর ঘুম হবে না...সমস্ত সোনায় শুধু খাদ - - - গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এটা কালো গোলাপের দিন...আঙ্গুল ঘুমিয়ে পড়ছে ...খাতের পাশ দিয়ে ঝর ঝর ঝরনা।। বেগ...অনুবেগ...সমবেগ ...সব ঘর্ষণ মেনে নিয়েছে। নামে কাটছে গোটা সংবহনতন্ত্র - - - সমস্ত বিছানায় উপড়ানো কৃষ্ণচূড়া - - - "দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী"

১১ই জুন ২০১৩

হুমকি আসছে...নমঃ নাস্তি ! আয় খাবলে খাই টুঁটি। মুসু মুসু হাসি দিলি - - - বাঁ- দিক ফোলানো ক্যানাইন দিলি - - - এবার তোকে ছাড়ব না! যদি ছাড়ি বিছানায় জুড়ে দেব গল্পে, আহা দিগবসনা ! কি ভুল হল ! যে বোঝে না তরঙ্গ তাকেই বোঝালাম ইনফ্রারেড...মায়োপিক হয়ে যাচ্ছি... এক একটা কডেট নিউক্লিয়াসের জিন বর দিতে চাইছে- - - পোকা খাবার, যাযাবর বন্ধুত্ব, ব্যাকটিরিওফাজ - - - উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে নেমেসিস শেখাচ্ছে - - - শোন আমি উনুনে জ্বলতে শিখে গেছি...এবার আয় ফু দে... এবারের জাঙ্ক জুয়েলারী মিথ্যুকের কাটা গলা ... পাঁঠার হাড়- কলজে। ধূলিপটল গলদশ্রু... পরগাছা ইষ্টসিদ্ধি দেখে নাকানি- চোবানি...ও ক্রীড়ণক তোর পারানি নেই...দিয়েছি তো...তা দিয়ে খেয়েছিস সোমরস ! সোমরস খেয়ে গান গেয়েছিস ! তুই ঋত্বিক নোস - - - যোগ্য নোস ! তো কূলের কুলি !! কিঙ্কিণী তোর জাত চেনাল...রেচন দিল...অতিবলার মন্ত্র দিল- - - শ্মশানলয়বাসিনীম ...আঃ কি মধুর দিন / শক্তি বেড়ে গ্যাছে... লাল জিভ সবচেয়ে তরঙ্গধর্মী - - - শুষে নেব লিপিড- প্রোটিন জীবন...বাঁশ বাগানে শেয়াল রাজা চোখ টিপে চলে... তোর বুক্কনে কান মচকে গেছিল...কোন রসনা তৃপ্ত হয় কোন রশনার জালে... দ্বিধা হয়ে দোয়াবে আছি ... ত্বরণ নিয়ে গুপ্ত নামে ঘুরবি ? আয় মশলা মাখাই ...হাড়িকাঠে নিদাঘ খেলা...তন্ত্র দিয়ে চুবড়ে দেব ঘাম. . . "চক্রিনী জয়দাত্রী চরণমত্তা রণপ্রিয়া"। গুপ্তগলি আমরা জানি সবাই... এখন বেলুন হাইড্রোজেনের সঙ্গোপনে আছে .. নিজেরই দাম বিক্রি করে খেলি !
"ইট- পাথরের খেলা খাবলে দেখে চামড়া
হালকা রং দুষ্টু খেলা মেঘের মতন নর

কোল জুড়ে সব রক্তনেশা - - - পিচকারিতেই অসৎ হল সব'' [মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম]

১২ই জুন ২০১৩

অয়দিপাউস - - - নিয়তি থেকে পালাচ্ছে - - - আবার নিয়তির সঙ্গে সহবাস ! চোখে হাতে পায়ে জং ধরা সেপ্টিপিন...ভালো বাঁশে ভালবাসা বাঁধা হয় !! আজ শর্করাহীন শরীর কে বলেছি তুই অ্যাডিপোস !! নাইট্রোজেন কে চেন ! - - - ওদের যে ফ্যাটিগেও ক্লেদ নেই ! তাই কোণে ফোনে তোকে ন্যাংটো করে বেড়াচ্ছে ! রাক্ষস মায়াবী হয়ে ভিক্ষা চায় - - - তারপর আবার রাক্ষস !
''ঝাঁঝাঁলো ফোটন নাব্য ঘরানা
চেতনা দিয়ে উল্টে গেলো শেকড়
উল্কি চুঁইয়ে কামাখ্যায় সিঁদুর
ওয়াক থু - - - ওয়াক থু
ওখানে শরীর ক্লীব ফাটল
ক্যাসল লাভ - - - ক্যাসল লাভ''
আহা পায়নি...পায়নি বলে এত উষ্মা ! শরীর- নাভি- বাবা- মা- স্টোভ- প্রেমিকা- কবিতা- জীবিকা- খিদে- ভালবাসা সব বিছানায় নিলামি করে দিলো ! দম্পতির ঘরে ঢুকে পড়ছে ডোম - - - এত উপোস আপস হয়ে আপশোসে গিয়ে টাল খাচ্ছে !
''যারা নুনের শরীর মরা জেলীফিশ
তারা জনিতৃ নয় ঋত্বিক - - - ধাত্রজ্ঞানের ভুল
আহাঃ ! পিটিয়ে মারো তালু
বিষের রসে মদ মিশিয়ে জিভ
ম্যারাথনের চামচ নিয়ে ড্রাইভে রাহু- কেতু
এটা সেলভোমিটিং ভিক্টোরিয়ার জাদুর মানিকজোড়''

১৩ ই জুন ২০১৩

তুমুল বৃষ্টিতে ভিজলাম... বিছানায় ক্ল্যামাইডোমোনাস ! খুব কষ্ট হচ্ছে মা...দান ভরা থালায় নীচু পাত্রে গিয়ে কেক- পায়েস- বিরিয়ানি- মোমবাতি- বই দিলাম। এখন বলছে ক্লিভেজে বিক্রি...বাঁধন না থাকলে মানুষ কুকুর হয় বুঝি...তবু এত বৃষ্টি আমায় বলে দিল ন্যায়- অন্যায়, আচার- বিচার এর বাইরে একটা বাড়ন্ত জীবন আছে ও কার্বাইড ছাড়াও একা একা বাঁচতে চায়

১৪ই জুন ২০১৩

কামাখ্যায় যোনিপূজো হয় চিতাবাঘ দের গল্প ভুলে গিয়ে - - - ''বিরজা ওড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্বতে'' - - - ডিম্বাণুর বিছনায় সত্যি পূজো প্রয়োজন ! কিসের এত পাপ যে দেশীয় মেয়েদের জরায়ুতে তামাম সিস্ট ... টেস্ট টিউব /স্পার্ম ব্যাংক / ডিঙ্কড পরজীবী / চারমাস হাহুতাশ/ পাঁচমাস বিচ্ছেদ !! অজপায় ডমরু বাজছে জোর ! খলতি জোরে বর্গমিটারে কুকুর...মানুষ- কুকুর চিনব এবার...আমার ঘোরে অনেক পাগল আছে...আহা ! মুখের মাংস কাড়লে...জানি, অন্ত্রে ব্যাথা লাগে।। তান্ডবের তা, লাস্যের ল দিয়ে জন্মে গেছে ''তাল'' ...এ তাল ও তাল ''তালি মারা পাগল'' গোটা রাস্তা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট...ছেলের অভাব নেই - - - এত নারী ভ্রূণ বলি হয়েছে দেশে ! কিন্তু গর্হিত টক্সিকের হাততালি লাগছে ভাষায়...জেট প্লেনে কিছু খবর আসছে - - - চোখে লিটমাস ! পরীক্ষা

দিতে হবে ক্রমাগত - - - কারণ এটাই তো ফ্লপ ডারউইনের জিরাফ নামচা - - - যোগ্যতমের উদবর্তন খেলা। এবার কেউ অ্যাসিডের কথা বললে তাকে বলব আমি ০+ ...তোমাকে টাইট্রেশন শিখিয়ে দেব এসো ! ভিরিলিজম হবে পুং- কান্তিতে...পাস্কাল ভাবো আর দাও ম্যারাথনে যোগ...শর্করা না থাকলেই অ্যাজুস্পার্মিয়া !
কাব্যঘন রাত
নিশাচর রোডিনাস দুন্দুভি খায়
আয় তোকে সাজা দিই
নিষ্ক্রিয় বুক আর রেড হট শাসন

১৪ই জুন ২০১৩, ঘুমোনোর আগে- - - রাত ৩টে আসুরিক সময়. . .

ফ্রয়েড দেখো যে বাচ্ছাগুলো পাঁচ বছর অবধি ব্লক পায় নি ওরা ছ্যাঁচড় হয়ে যাচ্ছে ! সাহেব- বিবি শাফল করে সতী পুরুষ হয়ে যাচ্ছে ! ‘‘মেয়েটা কূলের শ্যালো...গড়িয়েছিল ভালো...বিবির পিছনে খুন - - - সাহেবের সামনে ঘুম - - - ইতরনামচা ! ’’
ধান্ধারা বাতাসে ওড়ে কমপ্ল্যান বয়
পাবক না হলে খেচরই হও
সৌপ্তিকের স্বমেহন মাস্টার জানে
স্বেদব্যাথা বহুযোগে - - - জানি, ওসব নেমে পড়ে
পার্থেননে নারী বসে অ্যাপোলো ব্যার্থ হয়
সিঁদ কাটা অ্যানড্রোফোর পরীর পিঠে
সাপ আসে সাপ যায়
জাহ্নবী উরু পাতে- - - আহা কি দুঃসময় !

পরের পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য ওপরে "কবিতা" মেনুতে ক্লিক করুন